SWAPNA, 26th Years 2nd Issue 28th Sep. 2019, ISSN 0976-9676

A Peer Reviewed National Level Bengali Research Journal

ISSN 0976-9676

স্বপ্ন

A Peer Reviewed National Leval Bengali Research Journal

BISHES HUNGRY ANDOLONE VHABNA O BICHITRA PRABHANDA

(বিশেষ হাংরি আন্দোলন ভাবনা ও বিচিত্র প্রবন্ধ) Edited by Kumar Bishnu Dey, Harulongpher Sitla Bari Colony, P.O. Lumding, Dist-Hojai, Assam-782447

PUBLISHED : *28th September 2019*

PUBLISHER : *N. R. Dey*

COVER : *Ghosto Pakhira*

DTP & DESIGN : *Biplab Ch. Dey*
Purnima Dey

PRINTED : *SARASWATI PRINTERS*
Harulongpher, Lumding
Assam-782447
Mobile No. 09957442603

CORRESPONDENCE :

Kumar Bishnu Dey
Harulongpher Sitla Bari Colony
P.O. Lumding, Dist - Hojai
Pin -782447 (Assam)
Mobile : 08761934330

or

Kumar Bishnu Dey
Asstt. Prof. in Bengali
Nabin Chandra College
P.O. Badarpur, Dist - Karimganj
Pin -788806 (Assam)

Email : kumarbishnu@rediffmail.com

ISSN 0976-9676

Price : Two Hundred Only

Advisory Board

* ***Dr. Paramesh Acharjee***
Associate Prof. in Bengali
Tamralipta Mahavidyalay,
Tamluk, West Bengal

* ***Dr. Bubul Sharma***
Asstt. Prof. in Bengali
Assam University, Silchar

* ***Dr. Sanjoy Bhattacharjee***
Associate Prof. in Bengali
Gauhati University, Guwahati

Peer Review Team

* ***Dr. Tarun Mukhopadhyay***
Prof. Dept. of Bengali (Retd.)
Calcutta University, Kolkata

* ***Dr. Bikash Roy***
Prof. Dept. of Bengali
Gaur Banga University, Malda

* ***Dr. Binita Rani Das***
Asso. Prof. Dept. of Bengali
Gauhati University, Guwahati

* ***Dr. Ramakanta Das***
Asstt. Prof. in Bengali
Assam University, Silchar

স্বপ্ন

ISSN 0976-9676

A Peer Reviewed National Leval Bengali Research Journal

সম্পাদকীয়

সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, গবেষণার সঙ্গে রাজনীতির এক ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক ইত্যাদি যখন সফলতার সঙ্গে অগ্রসরমান তখন দেশবাসী হিসেবে গর্ববোধ স্বাভাবিক। কিন্তু এই সমস্ত তখনই সম্ভব, যখন রাজা ও শাসক হিতাকাঙ্ক্ষি হবেন। জনগণের সরকার বলা তখনই বিধেয়। তার প্রমাণ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার। এই সরকারের যিনি শীর্ষস্থানীয় তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাই করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে চন্দ্রযান-২ সফলতার সঙ্গে যখন উৎক্ষিপ্ত হল তখন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো তবাক প্রায়। আর আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্থান নিজের দেশের এবং তার জাদের হিতের কথা না ভেবে ধর্মীয় বিদ্বেষে হিন্দুর পতন ঘটানোর জন্য এবং ারতবর্ষের মুসলমানদের দরদি সাজার জন্য উগ্রপন্থীর পেছনে বহুল পরিমাণে অর্থ য় করে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং মানব জাতির অভিশাপ সেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলছে। পাকিস্থানের মতো হিন্দু বিদ্বেষী দেশ ারতবর্ষের মতো শক্তিশালী দেশের যে বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না তা তারা জানেও উইপোকার পাখা ওড়ার মতো ঘটনায় পরিণত হচ্ছে।

যাইহোক দেশে এবং বিদেশে এক শ্রেণীর মানুষ যখন হিংসা, দলাদলি, জের ধর্মকে প্রচার করার জন্য কিংবা অন্যের ধর্মকে হেয় করে ধর্মান্তরিত করার ন্য যখন মরিয়া তখন ভারতীয় সংসদে তিন তালাক বিল পাস হয়ে যায়, কাশ্মির কে ৩৭০ এবং ৩৫(এ) ধারা বাতিলের বিলও পাস হয়ে যায়। এ যেমন রাজনৈতিক সফলতা তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রকাশিত 'স্বপ্ন' পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণা জগতে অবশ্যই সফলতা। 'স্বপ্ন' যদিও গবেষণা পত্রিকা, সেই হিসেবে এখানে গবেষণা ধর্মী লেখা প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক, ই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আন্দোলন হাংরি সম্পর্কে া তথ্য ও সত্য। সাহিত্য প্রেমীর কাছে এ -এক মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে কবে স্বপ্ন গড়ার স্বপ্নাকাশে।

স্বপ্ন
ISSN 0976-9676
A Peer Reviewed National Leval Bengali Research Journal
28 September 2019

পাতাক্রম

১. রমাকান্ত দাস
বরাক উপত্যকার কৈবর্ত সমাজে প্রচলিত 'উড়িগান' ১-১৩
২. ঈপ্সিতা হালদার
ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও জাতীয়তাবাদের ধারণা ১৪-২০
৩. কুমার বিষ্ণু দে
অতুলরঞ্জন দেব'এর 'মুলতবি' : একটি প্রতিবেদন ২১-২৬
৪. বর্ণশ্রী বকসী
দেশভাগ ও অস্তিত্বের সংকট : 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ২৭-৩১
৫. লক্ষ্মী নাথ
নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী : ব্যক্তি ও সৃষ্টি ৩২-৩৬
৬ ময়ূরাক্ষী নাথ
অনিল ঘড়াইয়ের গল্পবিশ্ব : দলিত নারীর প্রেক্ষিতে ৩৭-৪৩
৭. অভিজিৎ গাঙ্গুলী
বাঙালির যানবাহন : সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারায় ৪৪-৫১
৮. পাকীজা মঞ্জরী চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে পদাবলি ৫২-৫৫

বিশেষ হাংরি আন্দোলন ভাবনা

৯. মলয় রায়চৌধুরী
মলয় রায়চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ৫৭-৭৭
১০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সমীর রায়চৌধুরী আমার বহুদিনের বন্ধু ৭৮-৮০
১১. জুলিয়েট রেনোল্ড
জুলিয়েট রেনোল্ডস : ছবি আঁকা হাংরিয়ালিজম ও বিট আন্দোলন ৮১-৮৭
১২. সারা হুসেন
হাংরি আন্দোলন : বাংলার ষাটের দশকের বিদ্রোহী কবিরা ৮৮-৯৪
১৩. মধুবন্তী চন্দ
"আমিই ক্ষুধা, তোমাদের জিভের মতান্তর" :
হাংরি আন্দোলনকারীদের কাব্যবিপ্লব ৯৫-৯৭
১৪. তুষ্টি ভট্টাচার্য
মলয় রায়চৌধুরীর প্রেমের কবিতা ৯৮-১০১
১৫. শর্মিষ্ঠা ঘোষ
মলয় রায়চৌধুরীর সাতকাহন 'নখদন্ত'.
ডুকুমেণ্ট অব আ ট্রাজেডি টু বি কন্টিনিউড ১০২-১০

বরাক উপত্যকার কৈবর্ত সমাজে প্রচলিত 'উড়িগান'

রমাকান্ত দাস

(১)

'উড়িগান' বসন্তের গান। ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা াংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বরাক উপত্যকায়ও সাড়ম্বরে পালিত হয় হোলি বা দাল উৎসব। তবে এই উপত্যকার কৈবর্ত সম্প্রদায়ের উদ্‌যাপিত দোল উৎসব াতিক্রম। এই ব্যতিক্রমের বিভিন্ন দিক আছে। তবে এই প্রবন্ধে উৎসব উপলক্ষে ীত গানের মাধ্যমে ব্যতিক্রমটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মাস ফাল্গুন। ঋতুরাজ বসন্ত জানিয়েছে তার আগমন বার্তা। সমস্ত প্রাণীকুলে াজ আনন্দের বাঁধভাঙা জোয়ার। প্রিয়জনের সঙ্গে সবাই মিলন-উৎসুক। অলিকুল চে নেচে বেড়ায় এক ফুল থেকে অন্য ফুলে। মনের আনন্দে করে মধু চয়ন। কৃতি সেজে উঠেছে নতুন সাজে। গ্রাম বাংলার সর্বত্র সাজো সাজো রব। এ যেন ানন্দের নীরব কোলাহল। নগর-শহরের চিত্রটা অবশ্য একটু অন্যরকম। সেখানে াধুনিক যান্ত্রিক দৈত্য গ্রাস করেছে নির্মল পরিবেশ, তিলে তিলে কেড়ে নিচ্ছে কৃতি-প্রদত্ত উন্মুক্ত প্রান্তর। আর এর বদলে দিচ্ছে কিছু ইট-কংক্রিটের ঠাসা য়াল। কলকাতা মহানগরীর বুকে বসন্তের নীরব উপস্থিতির কথা জানাতে গিয়ে বি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন লিখেন, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত', কিংবা াথরে পা ডুবিয়ে এক খাটখোট্টা গাছ / কচি কচি পাতায় পাঁজর গজিয়ে হাসছে', খন মনে হয়, সত্যি, গোপনে কখন যে সেখানে বসন্ত আসে তার খবর জানান ার জন্য তাদের একমাত্র ভরসা ক্যালেণ্ডারের পাতা। ফাল্গুন মাসে শুক্লা চতুর্দশী র্থাৎ দোল পূর্ণিমার তিথি দেখে মনে হয় এখন বসন্তকাল।

হোলি বা দোলযাত্রা শুধু বাংলার নয়, এটি সর্বভারতীয় একটি প্রাচীন উৎসব। রতের বিভিন্ন প্রদেশে এটিই হোলি নামে পরিচিত। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন[১] কালে এই হোলি বা বসন্ত উৎসবে জঘন্যভাবে গালিগালাজ করা হতো, জুয়া লা ও মদাপানের আসর বসতো। নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যেই এর প্রচলন ছিল শি। তাই অনেকের কাছে এই উৎসবের পরিচিতি শূদ্রোৎসব নামে। এবং এই সবে যে আগুন জ্বালানো হয় তা অনেক সময় শূদ্রদের কাছ থেকে আনতে হয়। লাকা নামক রাক্ষসীর নামে উৎসবটির নামকরণ হোলাকা বা হোলিকা। এর কে হোলি। প্রচলিত জনশ্রুতি হলো, এই রাক্ষসীকে তৃপ্ত করার জন্যই নাকি সবে গালাগালি করা হয়। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর 'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' তে লিখেছেন, "...হোলাকা রাক্ষসী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভগিনী। হরিভক্ত প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য দেবদ্বেষী রাজা ইঁহাকে নিযুক্ত করেন। তদনুসারে

ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও জাতীয়তাবাদের ধারণা

ঈপ্সিতা হালদার

ভূমিকা : বিবেকানন্দ ছিলেন একজন মহান আধ্যাত্মবাদী, একজন সৃজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং ভারতের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য উদ্দী অনুপ্রাণিত কর্মী। তিনি ছিলেন একাধারে বৈদান্তিক, দেশপ্রেমিক এবং অসাধার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দিক নির্দেশক একজন মানুষ। সঠিক অর্থে তিনি ছিলেন খাঁটি ভারতী দার্শনিক। মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে দেশের অবক্ষয়ের জন্য তিনি তীব্র অনুতা অনুভব করতেন। আবার পুরাতন ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দেবা আকুতিও তাঁর মধ্যে আমরা দেখতে পাই। তিনি জাতিভেদ প্রথার প্রবল বিরো ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের সর্বজনীন প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজের সম জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন মহান ভারত আত্মা।

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শন : বিবেকানন্দ প্রকৃত অর্থে হবস, লক রুশোর ম রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন না। তিনি রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের ধারণার বিশ্লেষণ করেন নি সে ভাবে, একথা ঠিক। তবুও ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তিনি সম্মানীয় স্থান লা করেছেন প্রধানত দুটি কারণে : প্রথমত বিবেকানন্দের শিক্ষা বিস্তারের ধারণা ব্যক্তিত্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। জন্মভূমি জন্য তাঁর যথেষ্ট ভালোবাসা ও আত্মিক যোগ ছিল। তাঁর আত্মা সর্বদাই দেশে স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করত। যদিও প্রাথমিকভাবে তিনি আধ্যাত্মি স্বাধীনতার ধারণার সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তবুও রাজনৈতিক দিক সম্বে স্বাধীনতার বিভিন্ন দিককে তিনি তাঁর পবিত্র উপদেশাবলীতে স্থান দিয়েছিলেন অর্থাৎ বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ছিল আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ, তাঁর দর্শনে ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে দেশের তরুণ সমাজ, জাতীয়তাবাদী স্বদেশমুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলার বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অনেকে বিবেকানন্দের কিছু বিখ্যাত কবিতা "Song of the Sannyasin" থেকে স্বাধীনতা মূল্য ও পবিত্রতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এই কবিতায় তিনি স্বাধীনতা প্রশংসার মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবাবেগকে প্রবলবেগে বর্ষণ করেছিলেন। তিনি কর্মযোগে অনুশীলনের দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মকে নিঃস্বার্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মে অনুপ্রাণি করেছিলেন। বিবেকানন্দ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক ভিত্তিকে প্রকাশ্যে চ্যালে করেননি। কিন্তু তাঁর সত্তা ও ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে বিদেশি দাসত্বের গোলামীকে বা করার বা প্রতিরোধ করার কাজে নিয়োজিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা দিয়ে গিয়েছেন। দৈনন্দিন জরুরী সমস্যার সমাধান সম্পর্কেও তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়ে গিয়েছেন। এই ধারণাসমূহের আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার বিবর্তন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

রাজনীতি ও বিবেকান্দ : রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা রাজনীতির মূল কথা হল, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সুপ্ত ব্যক্তির বিকাশসাধন। সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এর মধ্যেই নিহিত। বিবেকানন্দ বেদান্তের ব্যবহারিক তাৎপর্য আলোচনাক্রমে রাজনীতি শাস্ত্রকে তাঁর মৌলিক চিন্তার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ "ব্রহ্ম"। এই ব্রহ্মকেই আমরা অনাদিকাল থেকে বহির্জগতে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি। তিনি সরল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন— "যখন জীবাত্মা একথা বুঝতে পারে, তখনই সে এই জগৎ কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয় এবং ক্রমশই বেশী নিজের অন্তরাত্মার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ। এতে বাহির বিবর্তন ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে। মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ। ধর্মের এই ক্রমবিকাশকেই ত্যাগ করা হয়েছে। সমাজগঠন, বিবাহপ্রথার-বিবর্তন, অপরের প্রতি স্নেহ, সৎকার্য, সংযম ও নীতি - এইগুলি ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ। সমাজ জীবন বলতে বোঝায় তৃষ্ণা, ইচ্ছা বা বাসনাসমূহের সংযম। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায় সেইসব একটি মূল ব্যাপারেরই বিভিন্ন ধারা — সমাজ সেটি এই ইচ্ছার বা কল্পিত আমির বিসর্জন।" সমাজ গঠনের মূল প্রেরণা বিবেকানন্দের এই উক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ব্যক্তির তথা মানুষের মধ্যে ক্রমবিকাশের তাৎপর্য হল মনের বিকাশ। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাকাইভার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Society' তে সমাজ সম্পর্কে সংজ্ঞা দিয়েছেন— "সমাজ মানব প্রকৃতি বিকাশ।" তার থেকেও বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। মানুষকে ত্যাগের পথে উন্নীত করা বা তার স্বরূপ উপলব্ধি করা বা সুপ্ত শক্তি সমূহের বিকাশের জন্যই সমাজ, সমাজের বিধিনিয়ম, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে উঠেছে বলে বিবেকানন্দ মনে করতেন।

রাষ্ট্র ও বিবেকানন্দ : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী অধ্যয়ন করে একথা বলা যায় যে, তিনি রাজনীতি শাস্ত্রের সাথে সাথে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, প্রকৃতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়েও আলোচনা করেছেন। বিবেকানন্দ রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেল ও মার্কস এই প্রধান দুই চিন্তানায়ক যা বলে গেছেন তা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেননি। তিনি তাঁদের অনুবর্তীও হননি। তবে তাঁদের উভয়েরই চিন্তার মধ্যে যা ভাল, যা সারবস্তু, তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। আর সেই কারণেই মার্কস ও হেগেলের রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তার সাথে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মূল ভিত্তি ছিল বেদান্ত। তাই তাঁর চিন্তাধারা ছিল স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদার্শনিক হবস, লক রুশো সামাজিক চুক্তির কথা বলেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ এইরূপ সামাজিক চুক্তির বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি কোনো সামাজিক চুক্তির ফল নয়, ক্রমবিকাশের ফল। সমাজ ও রাষ্ট্র ক্রমশ ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে, বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি তাঁর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, সমাজের সৃষ্টি দেশভেদে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ বিভিন্নভাবে বসবাস করে এবং সেই নির্দিষ্ট পরিবেশ অনুসারে ক্রমশ বিবর্তন ঘটতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য অনুসারে বলা যায় যে— তিনি তিনটি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যথা—

১) রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি কোনো সামাজিক চুক্তির ফল নয়, ক্রমবিকাশের ফল,

২) রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংঘর্ষ ও বলপ্রয়োগ নিহিত আছে,

৩) রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিশেষ সুবিধার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বলা যেতে পারে, বিবিকানন্দের এই সিদ্ধান্তে মার্কসীয় বক্তব্যের কিছু সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের মতে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির পশ্চাতে বলপ্রয়োগ মতবাদ ও অন্যান্য মতবাদগুলি যে সব উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে, বিবেকানন্দের মতবাদে ও তার কিছু কিছু উপাদান বিদ্যমান আছে। স্বামী বিবেকানন্দও সে একই কথা বলেছেন বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে। তাঁর মতে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিকাশ ঘটে অভ্যন্তরীন স্বধর্মে। কোনরকম বাহ্যিক ব্যক্তির চাপে যান্ত্রিক নিয়মে এদের বিকাশ ঘটে না। অধ্যাপক ও গবেষক ডঃ শান্তলাল মুখোপাধ্যায় রচিত গবেষণাগ্রন্থ "Philosophy of Man Making" এর বিবেকানন্দের বক্তব্যের সমর্থনে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণা আংশিক ভাবে যান্ত্রিক, আংশিক ভাবে জৈবিক। কিন্তু রাষ্ট্রে যান্ত্রিক নিয়মের অধীনতা এবিষয়ে বিবেকানন্দের কোনো সমর্থনমূলক উক্তি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে শাসনক্ষমতা হতে চ্যুত হয় সে সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বিবেকানন্দ জীবদেহতত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বলেছেন— "শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক।" তাঁর মতে, কোনো বিশেষ একটি শ্রেণী হয়তো কোনো বিদ্যা বা ব্যক্তি অর্জন করেছে, কিন্তু তাতে সেই বিশেষ, শ্রেণী কোনরকম এক চেটিয়া অধিকার থাকবেনা, সকল স্তরের মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। সেই বিদ্যা বা শক্তি যদি সকল স্তরে পৌঁছতে না পারে, তাহলে সেই সমাজ ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের পথে পা বাড়াবে। অবশেষে ধ্বংস কবলিত হবে। তিনি বলেছেন "বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল যা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করে, তা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য। কিন্তু মানুষ একথা মনে রাখে না। গচ্ছিত ধন

বৃদ্ধি হয়, তার থেকেই সর্বনাশের সূত্রপাত ঘটে। শুধু সমাজ নয়, রাষ্ট্রের গঠনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ জৈবিক নিয়মের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। বিবেকানন্দের মতে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে প্রজার— তথা নাগরিকের মঙ্গলসাধন শাসকশ্রেণীর স্বার্থসাধন নয়। রাষ্ট্রে দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য দারিদ্র্যদূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করবে। একদিকে রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রতিরোধ করবে এবং অন্যদিকে সাধারণ শ্রমী ও শ্রমজীবী মানুষের ওপর অভিজাত সম্প্রদায়ের, জমিদার ও পুরোহিতদের অত্যাচার ও শোষণ বন্ধ করবে। কৃষির সাথে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় শিল্পেরও উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে সামাজিক ন্যায় বিচারের দৃঢ় বুনিয়াদ গড়ে তোলা। তাঁর মতে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে এক সুসংহত, বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতা বিকাশ করতে, মানুষকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে এবং সামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করবে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাই সবার আগে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে তার আত্মশক্তির প্রাবল্য, সঠিক জীবনবোধ ও মানবদরদী সত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। সকর্তব্যকর্মে দায়িত্বশীলতাবোধ উদ্দীপিত করতে, মানুষকে তার পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশে, মানবকল্যানমুখী কর্মপ্রেরণার উন্মেষে, মানসিক আত্মসংযম, চিন্তা ও কর্মে মানুষকে সাহায্য করবে প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা। অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দের কাছে সব মানুষই সমান। তাঁর মহামন্ত্র ছিল— "যত্র জীব তত্র শিব", শিবজ্ঞানে জীবসেবা, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর", সাম্যবাদের প্রকৃত দার্শনিক ভিত্তি হল অদ্বৈতবাদ। রাষ্ট্রের লক্ষ্য এই অদ্বৈতবাদী সাম্যবাদ ও ধর্মশিক্ষাভিত্তিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা বলে তিনি মনে করতেন।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচিন্তাবিদের মধ্যে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্রতন্ত্র আদর্শবাদী রাষ্ট্রতন্ত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। বিবেকানন্দের ভাষায় "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি ও শূদ্রের সাম্যাদর্শ। এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না। তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।" অবশ্য তিনি নিজেই তুলেছেন এরূপ রাষ্ট্র বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ ভালো মন্দের সমষ্টি চিরকালই বর্তমান থাকবে। সুতরাং তাঁর এই কল্পনা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার মতই অবাস্তব। তবুও তাঁর বাস্তবসম্মত চিন্তাধারা এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। জনগণই রাষ্ট্রশক্তির মূল উৎস বলে তিনি মনে করতেন। বিবেকানন্দ একথা বলেছেন যে রাষ্ট্র শ্রেণীশোষকদের হাতে শোষণের যন্ত্র হিসাবে শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে তার সাথে মার্কসের বক্তব্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কিছু পার্থক্যও রয়েছে। যেমন বিবেকানন্দের রাষ্ট্রতন্ত্র মূলত আধ্যাত্মবাদের বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মার্কসের মতো কট্টর

জড়বাদী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মার্কস ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে
বিরোধী, রাষ্ট্রের বল্গাহীন ক্ষমতার সমর্থক। কিন্তু বিবেকানন্দ কোনো অবস্থাতে
সমাজের যূপকাষ্ঠের ব্যক্তির বলিদানকে সমর্থন করেননি। স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি
কোনো বিকাশ ও কল্যাণ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন নি। সেদিক থেকে বিচা
করলে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা নিজস্বতায় উজ্জ্বল। তাঁর চিন্তাধারায় বেদ, বেদান্ত
গুরু রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, যা জীবনদায়ী ও গতিময় ভাবধার

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ : ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভে
প্রাক্কালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৃত্তি বা বুনিয়াদের অধ্যায়ন-এর বিশেষ গুরু
লাগছিল। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী ও বক্তৃতামালা জাতীয়তাবাদের নৈতি
বুনিয়াদকে তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে এক গুরুত্বপূ
ভূমিকা পালন করেছিল। সমগ্র দেশের ওপর তার প্রভাব পড়েছিল। একসম
যখন জাতি উদাসীনতা, জড়তা ও হতাশার দ্বারা বন্দী হয়ে গিয়েছিল তখন স্বা
বিবেকানন্দ নির্ভরতা ও সাহসিকতার শক্তি নীতিকে বজ্র নিনাদে ঘোষিত করেছিলে
এবং জনগণকে নির্ভীক ও শক্তিশালী হতে প্ররোচিত করেছিলেন। একসময় য
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমীদের অনুকরণে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, স্বামী
তখন এই জীবনতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন পশ্চিমীদের
ভারতবর্ষ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ সালে ভারতী
বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিপ্লবীদের কাছে তাঁর বক্তৃতমালার প্রভাব ছি
যথেষ্ট। তিনি মনে করতেন ভারতে একটি শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী জাতীয়তাব
কেবলমাত্র ধর্মের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা কখনো
সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা পূর্ণ থাকবে না। তাঁর কাছে সব মানুষ ছিল সমান। তিনি
ধর্মের কথা বলেছেন, তা হল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের শাশ্বত নীতিসমূ
কোনো ধর্মান্ধ নীতি নয়। তিনি ছিলেন সর্বজনীন সহিষ্ণুতার প্রতীক। তিনি ব্যক্তি
বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন, সামাজিক বা ধর্মীয় আরোপে বিশ্বাসী ছিলেন না।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ কেবল একটি ভৌগোলিক সত্তামাত্র নয়
ভারতবর্ষ তাঁর মাতৃভূমি। তাঁর দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভিত্তিতেই দেশপ্রী
গড়ে ওঠা সম্ভব। তাঁর মতে আমাদের মাতৃভূমি দর্শন, ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান, কোমল
এবং মানবজাতির প্রতি অকপট প্রীতি ইত্যাদি গুনের সমন্বয়। ভারতবর্ষের সভ্য
ও সংস্কৃতি সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেছিলেন— "ভারতের মুক্তি
আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ" এই মন্ত্রের দ্বারাই ভারতীয় জাতীয়তাবে
ছড়িয়ে যাবে। সমস্ত ভারতবর্ষ একই সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন তিনি। ধর্ম, জা
বর্ণ, হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল শুদ্র সকলকেই তিনি নিজের ভা
বলে সম্বোধন করেছিলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও ভারতী

...কদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের আদর্শকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি।
...ণ ভারতবর্ষ পর্যটন করে তিনি কেবল হিন্দু অনুভূতি বোধ জাগরিত করেননি,
...নি নতুন হিন্দুধর্ম সংস্কারের নতুন পটভূমিকা হিসাবে সর্বজনীন বেদান্ত দর্শনের
...ও দিয়েছিলেন। এককথায় ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।
...নি বলেছিলেন— "সত্যই আমার ঈশ্বর - সমগ্র জগৎ আমার দেশ"।

মূল্যায়ন : পরিশেষে, বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায়ের একটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে
...মী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইতি টানতে পারি। বিপ্লবী
...নবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, স্বামী বিবেকানন্দ যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক এ
...য়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ হল আধ্যাত্মিক স্বরাজবাদ।
...র ডাকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণ সমাজ সশস্ত্র বিপ্লবী
...আন্দোলনের পথে এগিয়ে চলে। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাই বলেছিলেন—
...বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা। তিনিই ইতিহাসের পাতা
...দেখিয়েছেন, কিভাবে জাতীয়তাবাদে সম্প্রীতি হয়ে গ্রীস, আরব, স্পেন, বৃটেন,
...পান, জার্মানী উঠে দাঁড়িয়েছিল।" "আবার এই জাতীয়তাবাদের অভাবেই
... ও অষ্ট্রিয়ার পতন হয়েছিল। ইংরেজদের জালে ভারতবর্ষ জয় করা সহজ
...েছিল, যেহেতু তারা একটি সংঘবদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তা ছিলাম না।
...ীয় বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় সংস্কৃতিতে দৃঢ়মূল হয়ে মানুষ গড়ে তুলবে নিজের
...কে।" বিবেকানন্দ রাজনীতির মঞ্চে না থেকেও ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক
... ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। ভারতীয় যুবকদের দেশাত্মবোধ
...আত্মত্যাগের অতুলনীয় অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই প্রেরণা দেশবাসীর
... শিরায় সঞ্চারিত হয়ে মহান জাতীয়তাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভারতের
...তীয়তাবোধের নবোন্মেষের আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রেরণাস্থল ছিলেন তিনি এবং
... হাতিয়ার ছিল বেদান্ত। তিনি বলেছিলেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া আধ্যাত্মিক
...ীনতা লাভ করা যাবে না। পরাধীন জাতির পক্ষে দৈহিক ও মানসিক মুক্তি ও
...ধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তিনিই প্রথম মাতৃভূমিকে মাতৃরূপে বন্দনা
...র কথা বলেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন সমগ্র ভারতবাসীকে এক করত হবে
...গানে— "সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।" "বল
... ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতবাসী
...মার প্রাণ।" স্বামীজীর বাণী কেবল সেযুগে নয় আজকের যুগেও সমানভাবে
...মাদের আদর্শ, প্রেরণার উৎস। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়াই
...রেছিলেন স্বামীজী, যা আজও আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা জাগায়। প্রকৃত
...র্থে তিনি ছিলেন প্রকৃত ভারতআত্মা। সব অর্থেই তাই স্বামী বিবেকানন্দ
...মাদের আদর্শ প্রণম্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Ahluwalia Shashi, Spiritual Masters from India, Oxford, 1954.
২. Burke, Marie Louise, "Swami Vivekananda in America", New Discoveries, Calcutta, Advaita Ashram, 1958.
৩. Datta, Bhupendra Nath, Vivekananda : Patriot Prophet, Calcutta, Navbharat Publishers, 1954.
৪. Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples, Almora Advaita Ashram, 1933, 2nd edition.
৫. Nivedita Sister, "The Master ASI Saw him", Calcutta Vdbodhan effice, 5 edition, 1939.
৬. Rolland, Romain, "Life of Vivekananda", Almora, Advaita Ashram, 4th edition, 1935.
৭. The complete works of Swami Vivekandra, 8 Volumes, Almora, Advaita Ashram
৮. Narayanswami, R.S. : Life of Swami Vivekananda, Lucknow, Ramatirtha Publication, 1952.
৯. সোম, সুভাষানন্দ, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, কলকাতা বুক হাউস, ২০০০।
১০. Varma, V.P. "Modern Indian Political Thought", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers Agra, 1968.

'স্বপ্ন'র গ্রাহক হতে নিম্নের আবেদন পত্রটি পূর্ণ করে পাঠান।

আমি ষাণ্মাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা 'স্বপ্ন'র তিন বছরের সদস্য হতে ৫০০০.০০ টাকা শর্তহীন ভাবে পাঠালাম।

১. নাম ঃ

২. পিতার নাম ঃ

৩. পেশা ঃ

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৫. ঠিকানা ঃ

৬. ফোন নম্বর ঃ

৭. অন্তর্জাল (ইমেল) ঃ

তারিখ ঃ স্বাক্ষর

অতুলরঞ্জন দেব'এর 'মুলতবি' : একটি প্রতিবেদন

কুমার বিষ্ণু দে

বরাক উপত্যকার গল্পের ভুবনে অতুলরঞ্জন দেব একেবারেই অপরিচিত, অনালোচিত কিংবা বলা চলে— ব্রাত্য। কিন্তু অতুলরঞ্জন দেবের বেশ কিছু গল্প পাঠকদেরকে আকৃষ্ট করে। এই গল্পকারের জন্ম ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অখণ্ড ভারতের সিলেট জেলার আইনপুর গ্রামে। তিনি একাধারে গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং কবিও। তাঁর একমাত্র উপন্যাসটির নাম 'অন্য রাত অন্য তারা'। অতুলরঞ্জন দেবের একমাত্র কাব্যগ্রন্থটি হল— 'নগরে অরণ্য মন'। "পঞ্চমিত্রের অন্যতম মিত্র অতুলরঞ্জন 'উদর্ক' সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।" তিনি করিমগঞ্জ কলেজের রসায়ন বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার চাকরি করে অবসর নেন। তবে চাকরি থেকে অবসরের পর লেখার জগতে তিনি নিজেকে আরও বেশি প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন। তাঁর অন্যতম গল্প 'মুলতবি' মৃত্যুর কিছু কাল আগে প্রকাশিত হয়। তবে অতুলরঞ্জন দেবের কোনো গল্প সংকলন নেই। এই গল্পকার ২০১০ খ্রিস্টাব্দের [illegible] মে করিমগঞ্জ শহরে তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অতুলরঞ্জন দেব মূলত ক্ষুদ্র পত্রিকার লেখক। তাঁর সমস্ত লেখাই প্রকাশিত হয় [illegible]', 'উদর্ক', 'অনিশ', 'অক্ষরবৃত্ত' ইত্যাদি পত্রিকায়। তিনি মূলত ছিলেন রোমান্টিক জগতের অধিবাসী। কল্পবিলাসী অতুলরঞ্জন বারবার আবির্ভূত হয়েছেন কবিতা, উপন্যাস এবং গল্পের আলো-হাওয়ার জগতে। রসায়নের অধ্যাপক হওয়ার ফলে তাঁর গল্পের রসায়ন সুখকর, এমনই একটি রসায়নের গল্প 'মুলতবি'। 'মুলতবি' শব্দটি আরবি। যার আভিধানিক অর্থ— সাময়িক বন্ধ বা স্থগিত।

'মুলতবি' গল্পের মুখ্য চরিত্র ড° ঘোষ। তিনি বিজ্ঞানী। গবেষক। তিনি সব সময় বিজ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁর বিজ্ঞান চর্চার সাফল্যের খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সোরগোল পড়ে যায়। কিন্তু এই সাফল্যের পরিণতি হিসেবে আজ তাঁকে মহামান্য আদালতে সাক্ষী দিতে আসতে হল। এর নেপথ্যে মস্ত কাহিনি রয়েছে, "যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকের এই বাদ-বিসংবাদ ও মামলার সূত্রপাত সেটিতো আসলে আমার গবেষণা কার্যের কৃতকার্যতারই এক আশ্চর্য ফসল।"

ড° ঘোষ বরাবর তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরি কাম ক্লিনিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে টেস্টটিউব প্রক্রিয়ায় শিশু জন্মানোর এ-যাবৎ আবিষ্কৃত ও প্রচলিত ধারাটার একটা নতুন ও উন্নত দিক আবিষ্কার করতে প্রায় সক্ষম। এই সফলতার সূত্রপাতে অদ্ভুত খেয়াল সম্পন্না ভদ্র-মহিলা সুতপা সমাদ্দারের সঙ্গে ড° ঘোষের সাক্ষাৎ হয়। এই ভদ্র-মহিলার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে গিয়ে ড° ঘোষ তাঁর গবেষণা